তারিখ ... ২২।১২।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

ইত্তেফাক

071

পল্লী চিকিৎসক ম্যানুয়েল নূতন করিয়া লিখিতে হইবে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

পল্লী চিকিৎসকদের জন্য প্রণীত চারখণ্ড ম্যানুয়েল আবার নূতন করিয়া সহজ ভাষায় লিখিতে হইবে। অস্থি ও শারীরতত্ত্ব সম্বলিত প্রথম দুই খণ্ডের পর ঔষধ প্রদান, ছোটখাটো অস্ত্রোপচার ও ধাত্রীবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বলিত শেষ দুই খণ্ড এ মাসেই প্রকাশিত হইতেছে।

ওয়াকিফহাল সূত্র জানান, পুস্তকগুলি প্রয়োজনীয় মান অপেক্ষা বেশী উচ্চাঙ্গের হইয়া পড়ায় সেগুলি আবার ছাটিয়া-কাটিয়া সহজ কথায় লিখিতে হইবে। থানা পর্যায়ে যাহারা প্রশিক্ষণ দিয়াছেন তাহাদের কয়েকজনকে নিয়া এ ব্যাপারে "রিভিউ কমিটি" ইতিমধ্যে গঠিত হইয়াছে। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ম্যানুয়েল প্রণয়ন কমিটি দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ ও প্রফেসরদের নিয়া গঠিত হইয়াছিল।

থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪ জন ডাক্তার ও ১ জন জনসংখ্যা কর্মী

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

পল্লী চিকিৎসক

(১ম পৃঃ পর)

পল্লী চিকিৎসা প্রশিক্ষার্থীদিগকে প্রশিক্ষণদানে শিক্ষক হিসাবে কাজ করিবেন বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু গড়পড়তা থানা হাসপাতালে ২ জনের বেশী ডাক্তার নাই। ফলে পল্লী চিকিৎসা শিক্ষাদানে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা পল্লী চিকিৎসা স্কীমে শিক্ষাপ্রাপ্তদের চিকিৎসকের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ভর্তি বাক্স (প্রতিটির দাম পড়িবে প্রায় ১২০০ টাকা) ও গ্রামীণ চিকিৎসকদের পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণ দানে আগ্রহী। তবে তাহারা প্রথম ব্যাচের সাফল্য মূল্যায়ন করা, থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষক ডাক্তারের সংখ্যা পূরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের তাগিদ দিতেছেন।

প্রশিক্ষণ উন্নততর করার জন্য বর্তমানের ৯ মাস পুস্তকের পাঠ ও ৩ মাস হাসপাতালের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে ৬ মাস পঠন, ৬ মাস হাতেকলমের পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা চিন্তা করা হইতেছে। এজন্য হাসপাতাল থাকা চাই। তাই থানার ৩১ শয্যা হাসপাতালের একাংশকে ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহার করার বর্তমান রীতি তুলিয়া দিয়া প্রশিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ভরমিটরী স্থাপন করা প্রয়োজন।

পল্লী চিকিৎসকদের প্রথম দলের ১৫ শত শিক্ষার্থীর কোর্স পরীক্ষা শেষ হইতেছে এ মাসের ২৮ তারিখ। ৫০টি থানা হইতে তাহাদের সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আরও ১০০ থানাসহ মোট দেড়শত থানা হইতে সাড়ে সাত হাজার প্রশিক্ষার্থী ভর্তির দরখাস্ত গ্রহণের পরিবর্তিত শেষ তারিখ ৩রা জানুয়ারী, ইন্টারভিউর তারিখ ৫ই জানুয়ারী। নূতন বর্ষে বিধবা ও দায়হীনা মহিলা না পাওয়া গেলে ২০ ভাগ আসনে অবিবাহিতাদেরও গ্রহণ করা হইবে। বিনা প্রশিক্ষণে প্রাকটিসরত হাতুড়ে ডাক্তারদের কোটা ৩০ হইতে বাড়াইয়া ৫০ করা হইয়াছে।

প্রতি গ্রামে একজন করিয়া ৬৫ হাজার রেজিষ্টার্ড পল্লী চিকিৎসক গড়িয়া তুলিবার এই স্কীম ১৯৮৫ সালে শেষ হইবে। ৩৪ কোটি টাকার কার্যপরিকল্পনাটি খুব শীঘ্রই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি ইতিমধ্যেই স্কীমটি অনুমোদন করিয়াছেন।